POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2021

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

1. निम्नलिखित में से किन्हीं ***दो*** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए : *2×10=20*

(a) बांग्ला से हिन्दी में अनुवाद की परंपरा पर प्रकाश डालिए ।

(b) हिन्दी एवं बांग्ला मुहावरों की प्रकृति समझाते हुए उनका तुलनात्मक विवेचन कीजिए ।

(c) बांग्ला की 'साधु' और 'चलित' रूप संबंधी विशेषताएँ बताइए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

জমজমাট, অভিয়োগ, মাসতুত, যোগাযোগে, নিজেদের, তয়, আগের, পুকুর, বিশ্রী, শেখার

3. निम्नलिखित हिन्दी पदों/शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : *5*

शाम, सहायता, इशारा, हल, पहनावा, देर, बहुत, महँगा, मसाला, दोबारा

4. निम्नलिखित कहावतों/मुहावरों में से किन्हीं ***पाँच*** का हिन्दी अनुवाद करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए : *5×3=15*

(a) অন্ধ আবেগ

(b) আকাশ আর পাতাল

(c) আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা

(d) আগুন বর্ষন করা

(e) কাঠ পুতুল

(f) উঠতি তারকা

(g) এক হাতে তালি বাজে না

(h) কোন মুখে

(i) চোখে ধুলো দেওয়া

(j) চোখের মণি

5. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन्हीं ***तीन*** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *3×15=45*

(a) এই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে তীমসিংহ যখন চিতোরের এক ধারে, শাদা-পাথরে-বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ-অন্তঃপুরের শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাছিলেন, সেই সময় একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান-বাদশাহ আল্লাউদ্দীন, খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন । আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে শরবতের পেয়ালা-হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গজল গাইছিল । বাদশা হঠাং বলে উঠলেন, ''কি ছাই, আরবী গজল ! হিন্দুস্থানের গান গাও !'' তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল — ''হিন্দুস্থানে এক ফুল্ ফুটেছিল — তার দোসর নেই, জুড়ি নেই । সে কি ফুল ? সে কি ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল — চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল ! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারদিকে অপার সিন্ধু

তরঙ্গভঙ্গে গর্জন করছিল ! কার সাধ্য, সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য সে রাজাব বাগিচায় সে ফুল তোলে ! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান ।''

আল্লাউদ্দীন বলে উঠলেন, ''আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোনো রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোনো দেবতাকেও ভয় করি না । পিয়ারী ! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব ।'' বাঁদী আবাব গাইতে লাগল — ''কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার ? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল ? — মেবারের রাজপুত-বীরের সন্তান — রানা ভীমসিংহ — নির্ভয়, সুন্দর !''

আল্লাউদ্দীন কিংখাবের মছলন্দে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল — ''আজ চিতোরের অন্তঃপুরে সে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা ? জগতে তার জুড়ি কই ? ধন্য রানা ভীমসিংহ ! জয় রাজরানী — চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী ।'' আল্লাউদ্দীনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল — ''চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী !''

(b) গুলি ছুটে আসছে । রাতের আবছা অন্ধকারে সামনে কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না রসিক ! শুধু বুঝতে পারছে ওরা যে কলকাতায় অস্ত্র আর সোনা নিয়ে এসেছে সেটা ধরে ফেলেছে ব্রিটিশরা ! ন'দাদা হাতে তির-ধনুক নিয়ে গাড়ির চাকার আড়ালে বসে পড়েছে এতক্ষপে । মেজদা সাধ্যমতো গুলি চালিয়ে উত্তর দিচ্ছে । কিন্তু রসিক বুঝতে পারছে আর বিপদ ঠেকানো যাবে না ।

ন'দাদা বলল, ''তুই ভাগ রসিক । সবাই ধরা পরে লাভ নেই । তুই পালা ।''

রসিক দ্বিধা করল, ''কিন্তু...''

''যা,'' ন'দাদা রসিককে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত তির ছুড়তে শুরু করে ঘেয়ে গেল সামনের দিকে । আর রসিক দেখল নিমেষের মধ্যে গুলি এসে ফুঁড়ে দিয়ে গেল ন'দাদার বুক ।

আর দাঁড়াল না ও । পাশের ঘন গাছের মধ্যে দিয়ে দৌড় লাগাল রসিক । পিছনে এখনও গুলির আওয়াজ আসছে । মেজদা একা লড়াই চালিয়ে হাছে !

রসিক প্রাণপণে দৌড়ল গাহপালার মধ্যে দিয়ে । দুরে আবছা শব্দ শুনল চিৎকারের । মেজদা !

পিছনে কিছু পায়ের শব্দ ছুটে আসছে । এবার গুলির শব্দ পেল রসিক । বাতাসে শিস তুলে ছুটে যাচ্ছে গুলি ! সামনে কী ওটা ! সারকুলার খাল ! এবার কী করবে রসিক ! পিছনে পায়ের শব্দ এগিরে আসছে । দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রসিক । আর ঠিক তখনই একটা গুলি এসে গেঁথে গেল কাঁধে ! যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে গেল রসিকের; কিন্তু ও থামল না । বরং শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খালের জলে !

(c) ''যাকলেও কি তুই আস্ত রাখতিস নাকি ?'' বলে উঠলেন গোপালদা, ''ওটা দিয়ে কাগজের ঠোঙা বানাতিস তোর ওই তেলেভাজা গুলোর জন্য । বা বলা তো যায় না, খাতাটাকেই ভেজে বসে থাকতিস ।'' তারপর এক ধমক দিয়ে বলেলেন, ''দেখ ভাল করে খুঁজে !''

''তুমিও তা হলে পেঁয়াজিগুলো নাড়ো,'' ভাজাদা চটে গেল ।

''কেন ? আমি পেঁয়াজি নাড়তে যাব কেন ? পেঁয়াজি তো নিজের মনে নড়ে ভেজে যাবে ।''

''এঃ, নিজের মনে নড়ে ভেজে যাবে ! তা হলেই হয়েছে । দাঁড়াও তুমি,'' বলল টিটোকে, ''দেখি একবার ভিতরে । হরি-হরি!''

ভাজাদা ভূঁড়ি সমেত নিজেকে কোনওমতে তুলে, হাফ হামাগুড়ি দিতে-দিতে দোকানের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেল ।

''তুই আমেরিকা যাচ্ছিস না কেন ?'' জিজ্ঞেস করলেন গোপালদা ।

''আমি ?'' টিটো তো আকাশ থেকে পড়ল ।

''হ্যাঁ, তুই,'' বসে উঠলেন গোপালদা । ''ক্লাস সেভেনের পরীক্ষার জন্য যে এখন থেকেই লাইব্রেরির বই ঘেঁটে ডিটেল্‌স বের করছে, তার লেখাপড়া করার ইচ্ছে আছে । তুই সায়েন্স নিয়ে পড়বি তো ?''

''হ্যাঁ''

''চলে বা । ভাল রেজাল্ট করে ওই দেশে চলে যা ।''

টিটো বলতে যাচ্ছিল যে ভাল রেজাল্ট করার জনাই সে এত হন্যে হয়ে খাতাটা খুঁজছে, কিন্তু গোপালদা বকবক করে চললেন, ''ওই দেশই জায়গা । কী রকম টপাটপ নোবেল লরিয়েট বেরয় দেখিসনি ? আর আমাদের দেশ থেকে ক'টা ?''

''না, নিজের দেশ ছেড়ে ওদেশে যাবে কেন ?''
দোকানের অন্ধকার থেকে ভাজাদার মুন্ডুটা শুধু বেরিয়ে এল । তারপরে আবার ওই হাফ হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসে বলল, ''না বাপু, এখানে খাতা নেই । তা আমাদের দেশ ঘারাপ কী শুনি ?'' জিজ্ঞেস করল গোপালদাকে, ''এখান থেকে নোবেল প্রাইজ পায়নি ? রবি ঠাকুর পাননি ?''

''ওর নোবেলের মেডেলটা তো চুরি হয়ে গেল ! দেশ রাখতে পারল ? চোরতে ধরতে পারল ?''

''একরত্তি ছেলে, বাপ-মা বুড়ো হলে কে দেখবে ?'' ভাজাদাও ছাড়ার পাত্র নয় ।

''কেন ? ও-ই দেখবে; ওদেশে নিয়ে গিয়ে দেখবে ।''

(d) তখন সাড়ে পাঁচটার মতো হবে । সবে আমি সান্ধ্য দৈনিক পড়ে উঠেছি, এমন সময় কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল । দরজা পর্যন্ত উঠে যেতে না যেতেই দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল । তিনি স্বয়ং দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এলেন । ঘরের মধ্যে যিনি এলেন তিনি ছিলেন বেশ ঢেঙা এবং ক্ষীণকায় । লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি আমার পাশে এসে বসলেন । বসে আমার দিকে ঝুকে বলতে লাগলেন ।

— কি করছ ?

বললাম, হিসেব করছি ।

— কিসের হিসেব ?

এই গত তিন বছরে কত শ্রমিকের বুক তাক করে গুলি চালানো হয়েছে । উনি হেসে বললেন, আমার তিনটে গুলিও তোমার হিসেবের মধ্যে ধরে নিও ।

আমি বললাম, না, আপনার গুলি এই তালিকায় অন্তর্ভুত করা হবে না, অবশ্য আপনাকে যে গুলি করা হয়েছে তা একই নীতির পরিণাম ।

উনি হেসে বললেন, তা আমি জানি । তুমি এখন জলদি জলদি ওঠ । আমি আমার দেশ দেখতে চাই ।

আমি বললাম, কিন্তু আপনার তো চিরদিনের জনো সমস্ত দুঃখ এবং বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে । আপনার আর এখন আমাদের দুঃখ এবং বেদনা সম্পর্কে জানার কি প্রয়োজন ?

উনি বললেন, আমি বেশ শান্তিতেই ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু নীচে — এই বিশ্বের এত বুক-ফাটা কান্না এবং আর্তনাদ শুনে আমি আর থাকতে পারলাম

না । ভাবলাম, একবার গিয়ে দেখে আসি সেখানে কী হচ্ছে । কেন লোকে আমার কথা এত বলছে ।

আমি বললাম, আপনি ঠিক খবর পাননি । মনে হচ্ছে স্বর্গের সংবাদ বিভাগ ঠিক মতো কাজ করছে না । এখানে কেউ-ই আপনার কথা মনে করছে না ।

(e) কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর বাড়ির সবাইকে নিয়ে বাসে করে চৌপাটির দিকে যাচ্ছিল । ওরা সবাই — শঙ্কর, তার স্ত্রী বালা, ছেলে রঞ্জন, বড় মেয়ে দেবী এবং ছোট মেয়ে কান্তা বাসের দোতালায় বসেছিল ।

ছায়াবৃতা রাস্তার ওপর ঝুকে-পড়া গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো কখনও কখনও বাসের জানালার পাশ দিয়ে সর সর করে চলে যাচ্ছিল । রঞ্জন হঠাৎ জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা গাছ থেকে শুকনো আমের পাতা ছিঁড়ে নিল । আনন্দে চীৎকার করে ও ওর বাবাকে আমের পাতাটা দেখিয়ে বলল, বাবা, দেখ সোনার পাতা ।

শঙ্কর বলল, সোনার পাতা নয়, আমের পাতা ।

‘কিন্তু এর রঙ তো সোনার মতো । দেখ, রোদে কেমন ঝকমক করছে ।’ বলতে বলতে রঞ্জন দু আঙ্গুল দিয়ে পাতাটাকে ধরে জানালা দিয়ে আসা রোদে রেখে দিল । তারপর হাসতে হাসতে ও পাতাটাকে হাওয়ায় আলতোভাবে ছেড়ে দিল । হাওরা পাতাটাকে নিজের কাঁধে নিয়ে নিল । আর পাতাটা নাচতে নাচতে বহু দূর চলে গেল । বাসও সামনের দিকে ছুটে চলল ।

শঙ্কর কি যেন চিন্তা করছিল ।

রঞ্জনের সামনের সিটে তার দু’ বোন কান্তা আর দেবী বসেছিল । ও তাদের বলল, আমরা প্রথমে রাণীবাগ যাব ।

কান্তা তার ছোট তাই রঞ্জনকে বলল, না, আমরা প্রথমে চৌপাটিতে যাব । বাব চৌপাটির টিকিট নিয়ে নিয়েছে ।

রঙ্গজনের কালো আর খাড়া-খাড়া চুল অনেক কষ্টে আঁচড়ানো হয়েছিল, কিন্তু এখন আলু-থালু হয়ে গিয়েছে । ওর চোখের কাজল লেপটে গিয়েছিল । ও শঙ্করের হাতের ওপর তার ছোট্ট হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, বাবা প্রথমে রাণীবাগ যাব না ?

— 'না প্রথমে চৌপাটি ।' দেবী বেশ ক্রুদ্ধভাবে বলল । দেবী একটু কড়া মেজাজের মেয়ে ।

রঞ্জন তার বড় বোনকে ধমকে বলল, 'না, প্রথমে রাণীবাগ ।' রঞ্জনের মেজাজ দেবীর চেয়েও গরম ।

6. নিম্নলিখित अनुच्छेदों में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) বাবূজী ने जाने कैसी नज़रों से उन्हें एक पल को देखा था और फिर आँखें झुकाकर घर से बाहर चले गए थे । उन्हें उस तरह जाते हुए देखकर मन में खटका होना स्वाभाविक ही था । उन्होंने सोचा, शायद वह बाहर बैठक में जाएँगे । वे दरवाजे तक आईं थीं । लेकिन बाबूजी तो दूसरी दिशा में उसी तरह सिर झुकाए जाने कहाँ चले जा रहे थे । बिना कोई खबर दिए तो वे कभी कहीं नहीं जाते । वे वहीं फ़र्श पर बैठ गई थीं ।

ज़रा दूर जाकर ही बाबूजी लौट आए थे । द्वार पर ठिठककर वह बोले थे – मन व्यग्र है । लेकिन तुम चिन्ता न करो । जाकर भोजन करो । मैं थोड़ा आराम करूँगा । और वह बैठक की ओर बढ़ गए थे ।

बाबूजी के इस तरह के व्यवहार की वे अभ्यस्त थीं । बाबूजी ने उन्हें शुरू से ही सिखाया था कि उनकी व्यग्रता की स्थिति में उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और उनके आदेश का, बिना किसी हील-हुज्जत के, पालन करना चाहिए । उन्हें इसी से शांति मिलती है ।

वे अंदर जाकर बाबूजी के आदेश का पालन करने लगीं । बाबूजी की तरह इनका भी जीवन यान्त्रिक होकर रह गया था । सन् 1931 में जो बाबूजी ने एक व्रत लिया था, जीवन-भर के लिए उसी के व्रती होकर रह गए । कभी किसी ने कोई अंतर नहीं देखा ... वही एक जोड़ा अपने काते सूत के खद्दर का कुर्ता, धोती, गंजी, गाँधी टोपी और झोला ... वही चप्पल, वही अपने हाथ से कपड़े साफ करना, दिन-रात में एक बार भोजन करना, चौकी पर चटाई बिछाकर सोना, सदा तीसरे दर्जे में सफर करना, सच बोलना और जनता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना । पहले तो बाबूजी का यह सुराजी बाना जाने कैसा-कैसा उन्हें लगा था । यह किसी ऋषि की तपस्या से किसी भी मायने में कम नहीं था । लेकिन बाबूजी की दृढ़ता भी कोई साधारण नहीं थी ।

(b) आज नए साल की शाम है । अब तो हम नए साल की पौ फटते देखेंगे – बड़े हुलास से आगे बढ़कर उसका स्वागत करेंगे और किसी बहुत मनभाते मेहमान की तरह आँखों में आँखें डालकर प्यार से हाथ पकड़कर उसे कमरे के भीतर ले आएँगे जहाँ इतने सारे लोग उसकी अगवानी में आँखें बिछाए बैठे हैं ।

कमरा रंग-बिरंगे कागज़ की बंदनवारों और नए साल की हमारी रंग-बिरंगी आकांक्षाओं और संकल्पों के जैसे रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है । रेडियो पर बहुत अच्छा पाश्चात्य संगीत आ रहा है । हम गलबहियाँ डाले नाचेंगे-गाएँगे, धूम मचाएँगे । नए साल का जन्म हो रहा है ।

नया साल वह फीनिक्स पक्षी है जो हर साल पुराने की खाक पर नया जन्म लेता है । उसके माँ-बाप की फैमिली प्लैनिंग इतनी पक्की है कि हमें ठीक-ठीक पता रहता है कि कब, किस रोज़ और किस घड़ी में उसका जन्म होगा । तभी तो दुनिया भर के करोड़ों लोग उत्सव के सब साज-सामान से लैस उसे हाथों-हाथ लेने के लिए बैठते हैं । सोना गुनाह है उस वक्त । सोते में जो कभी नया साल आ गया तो समझो तुम्हारी तकदीर भी सो गई पूरे एक साल के लिए, किसी तरह फिर इस दलिद्दर से तुम्हारा छुतकारा नहीं ।

इसलिए तो कोई सोता नहीं । देखिए कुछ को कैसे नींद के झोंके आ रहे हैं, आँखें डूबी जा रही हैं, मुँह फाड़-फाड़कर जम्हाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सो जाएँ । ज्यों-ज्यों घड़ी का काँटा आधी रात यानी ग्यारह बजकर साठ मिनट की तरफ बढ़ रहा है, त्यों-त्यों नाच और गाने की लय तेजतर होती जा रही है ।